পূর্ণতর জীবনের জন্য স্টুডেন্টস হেলথ হোম

ধীরেন্দ্রনাথ সুর

পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের অনন্য সৃষ্টিশীল আন্দোলন এর উজ্জ্বল প্রতীক স্টুডেন্টস হেলথ হোম এর হীরক জয়ন্তী বর্ষে কিছু বলার প্রথমে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি এই অভিনব আন্দোলনের উদ্‌গাতা ডা. অরুণ সেন কে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি ডাঃ নীহার মুন্সী, ফাদার বেকার, ডাঃ অমিয় বসু, ডাঃ মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস, ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ সুবীর দাশগুপ্ত প্রমুখ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ সচেতন ছাত্রদরদী চিকিৎসক, শিক্ষক যাঁরা ডাঃ অরুণ সেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বের অনন্য নজীর এক স্বপ্নের বাস্তবায়নে। এই স্বপ্নের জন্মের সময়কালে কোলকাতা দেখেছে ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, দেখেছে বিনা চিকিৎসায় যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝরে পড়তে কবি সুকান্তকে, দেখেছে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতা দিবসে উন্মাদনা ও সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ) থেকে হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের শিয়ালদহ স্টেশনে আগমন। এই সব ঘটনাই কোলকাতায় তরুণ ছাত্র সমাজকে উদ্বেলিত করেছে। ছাত্রসমাজ প্রতিটি ঘটনায় ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতে ছাত্র সমাজ শিক্ষা স্বাস্থ্যের যে স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন ভাঙ্গতে বেশীদিন সময় লাগেনি। তাই কোলকাতায় সেদিনকার ছাত্র সমাজ বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা হয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ডাঃ অরুণ সেন এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হন এবং কারারুদ্ধ হন। এই কারান্তরালে হেলথ হোমের স্বপ্নায়ন কিভাবে হয়েছিল তা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের স্মরণিকায় হেলথ হোম আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুবীর দাশগুপ্তের প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করছি।

"স্বাধীনতার পর ছিন্নমূল মানুষ যখন ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসতে থাকে তখন তাদের সেবায়, ৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় যখন নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরনের প্রশ্ন আসে তখন ছাত্রদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। এই সময় কবি সুকান্তর মৃত্যু ছাত্র সমাজকে উদ্বেল করে। স্বাধীনতার পরে মোহভঙ্গ হলে ছাত্ররা বিক্ষোভ ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে থাকে কিন্তু স্বাধীন সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে ছাত্ররা উত্তরোত্তর হিংসার দিকে ঝোঁকে এবং ছাত্র আন্দোলন সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। এই সময় প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের উপর আক্রমণ নেমে আসে এবং ছাত্র আন্দোলন তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় ছাত্র নেতাদের অধিকাংশ কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়। জেলের মধ্যে নিরস্ত্র বন্দীদের উপর লাঠি চার্জের বিরুদ্ধে রাজবন্দীরা অনশন করেন। অনশনের শেষে একদল ছাত্রের মনে হ্রত আন্দোলনকে ইতিবাচক রূপ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে হয়। ডাঃ অরুণ সেন সদ্য পাশ করা ডাক্তার। তিনি আরও মেডিকেল ছাত্র, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য অংশের রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং উৎসাহিত হন। ছাত্র-স্বাস্থ্য প্রকল্পের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত হেলথ হোমের জন্ম স্বাধীন ভারতের কারান্তরালে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য হোতা ডাঃ অরুণ সেন অন্যান্য চিকিৎসক, ছাত্র নেতা, মেডিকেল ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য অংশের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেকে অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস করলেও কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক তাঁকে উৎসাহ দেন।

শাসকবর্গ নির্বিকার, অভিভাবকরা অসহায়। এ থেকে মুক্তির উপায় কি? ছাত্ররাই এগিয়ে এলেন। কারোর উপর নির্ভরশীলতা নয়, ছাত্র সমাজ তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে রোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলিকে নিয়ে স্বনির্ভরতাকে আদর্শ করে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান-কল্পে আন্দোলন করবে। বিদেশী শাসনমুক্ত দেশে অর্থনীতিতে, বৈদেশিক নীতিতে ও সামাজিক পুনর্গঠনে তখন সর্বত্র স্বনির্ভরতার আহ্বান। ছাত্ররাও এই স্বাবলম্বী আন্দোলনকে মূলমন্ত্র করে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা গঠনের যাত্রা শুরু করল। তারই ফলশ্রুতি আজকের স্টুডেন্টস হেলথ হোম। ১৯৫১ সালের ১২ই আগস্ট প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা, ১৯৫২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর প্রথম কার্যকরী সমিতির নির্বাচন ও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ''স্টুডেন্টস হেলথ হোম'' সমিতি হিসাবে নিবন্ধীকৃত হয়। প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভা থেকে তার নিবন্ধীকরণ পর্যন্ত অনেক নাম এসেছিল। কিন্তু এই নামটি গ্রহণ হয়েছিল। কারণ, নামটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে প্রতিষ্ঠানের দিক্‌নির্দেশিকা। প্রতিষ্ঠানটি হবে ছাত্রদের। এর মূল কাজ হবে স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং ছাত্রদের গ্রহণ করা হবে একটি পরিবারের সদস্য হিসাবে এবং এর মূল কাজ হবে স্বাস্থ্য বিষয়ক। সদস্যরাই তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করবে একটি পরিবারের সদস্য হিসাবে। নিজেদের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সুন্দর পরিবেশ ও সুস্থ চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে একটা আদর্শ এবং আন্তরিক পরিবারের মতোই হেলথ হোমকে গড়ে তুলবে।''

এর মধ্যেই স্পষ্ট যে কেন স্টুডেন্ট হাসপাতাল না স্টুডেন্টস হেলথ হোম। জন্মলগ্নেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল স্টুডেন্টস হেলথ হোম-র আদর্শ ও লক্ষ্য স্টুডেন্টস হেলথ হোম ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বয়ম্ভরতার প্রতীক ছাত্রদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র। প্রথম থেকেই আদর্শ ঠিক হয়ে গেল হেলথ হোম কোন দাতব্য চিকিৎসালয় হবে না। স্টুডেন্টস হেলথ হোম ছাত্র সদস্য জাতপাত, রাজনীতি, ধনী-গরীব নির্বিশেষে হেলথ হোমের সমান সুযোগ পাবে সামান্য হলেও অর্থমূল্যের বিনিময়ে। অর্থের জোগানের উপায় হল 'প্রত্যেক প্রত্যেকের তরে' এই প্রত্যয়ে নিজেকে নিজে সাহায্য করো স্লোগান দেওয়া হল। ছাত্রসদস্য হিসেবে প্রয়োজন উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া তার অধিকার কোন দয়া বা দাক্ষিণ্য নয়। একজনের জন্য এগিয়ে আসবে দশজন/একশ জন/হাজার জন। প্রত্যেকে বুঝবে সে একা নয় তার সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য সংবেদনশীল ছাত্রবন্ধু, রয়েছেন ছাত্রস্বার্থে, আত্মনিবেদিত অসংখ্য সুচিকিৎসক, রয়েছেন অসংখ্য ছাত্র শুভাকাঙ্খী শিক্ষক-শিক্ষিকা। আর এই তিনটি স্তম্ভের মিলিত শক্তিকে আরো শক্তি যুগিয়ে চলেছেন সমাজের অসংখ্য ছাত্রদরদী সমাজসচেতন মানুষ। এই চারটি স্তম্ভ এর সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগ হয়েছে হাসপাতাল চালানোর আংশিক ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকারী অনুদান। হেলথ হোম এর প্রথম তিনদশকে এভাবে অঙ্কুর থেকে গড়ে উঠেছে মহীরুহে। মৌলালির মোড়ে উন্নতশির স্টুডেন্টস হেলথ হোম। হোমের প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ

"Students Health Home
Built By
Blood & sweat of Students."

এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। এই প্রসঙ্গে হেলথ হোমের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটি ছাত্র সদস্য পরবর্তীকালে হেলথ হোমের চিকিৎসক এবং সভাপতি ডাঃ মৃণাল পুরকায়স্ত'র কবিতা যেটি সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,